মৃত্যুঞ্জয় ধরি হরিচরণ যুগল।
বলে 'হরিবল! হরিবল! হরিবল!'
মৃত্যুঞ্জয় পাইল প্রভুর শ্রীচরণ।
কহিছে তারক হরিবল সর্ব্বজন।।

ভাবোন্মাদ গোস্বামী শ্রীহীরামনের উপাখ্যান

মৃত্যুঞ্জয় হরিবোলা হ'ল ভাগ্যক্রমে।
যাতায়াত করে প্রভু মল্লকান্দী গ্রামে।।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনে আসেন হরিচাঁদ।
সস্ত্রীক সেবেন হরিচাঁদের শ্রীপদ।।
দুই-চারিদিন বাটী থাকেন নির্জ্জনে।
হরিচাঁদ গুণ গায় শয়নে স্বপনে।।
হরিচাঁদে না দেখিলে প্রাণ উঠে কাঁদি।
ঠাকুরে দেখিতে যেত ক্ষেত্র ওড়াকান্দী।।
ঠাকুরের পাদপদ্ম দরশন করে।
কভু মল্লকান্দী গ্রামে আনে নিজ ঘরে।।
মৃত্যুঞ্জয়ের রমণী কাশীশ্বরী নাম।
সতী-সাধ্বী পতিব্রতা জপে হরিনাম।।
ঠাকুর আসিলে তাকে ডাকে 'মা' বলিয়া।
ঠাকুর সেবায় থাকে নিযুক্ত হইয়া।।
একটি পুত্র কামনা হইল অন্তরে।
মুখে না বলিয়া বৈসে ঠাকুর গোচরে।।
অন্তরে জানিয়া তাহা প্রভু অন্তর্য্যামী।
কাশীশ্বরী মাকে বলে "পুত্র তোর আমি।।
মম ভক্ত ভাগবত যত যত হ'বে।
তাহারা সকলে তোরে মা বলে ডাকিবে।।
বহু পুত্র হবে তার মধ্যে একজন।
সেই হ'তে পুত্র কার্য্য হ'বে সমাপন।।"
এ কথা শুনিয়া দেবী আনন্দিত মনে।
কভু পুত্রভাব কভু পিতৃতুল্য মানে।।
বাৎসল্য মমতা ভাবে মর্ম্মান্তিক মর্ম।
কভু পুত্রভাবে ভাবে কভু ভাবে ব্রহ্ম।।
কখন যশোদা ভাব মনেতে আসিয়া।
সস্নেহে ধরেন মাতা বাহু প্রসারিয়া।।
ঠাকুর আসিলে ঘরে খাদ্যদ্রব্য এনে।
নিজ হাতে তুলে দেন শ্রীচন্দ্রবদনে।।
নিজ হাতে তৈল মাখি দেন শ্রীঅঙ্গেতে।
বসাইয়া ঠাকুরে উত্তম আসনেতে।।
আপনি আনিয়া বারি স্নানাদি করায়।
অঙ্গ-ধৌত পদ-ধৌত পাদোদক খায়।।
একদিন প্রভু যান মল্লকান্দী গাঁয়।
সুগন্ধী অনেক পুষ্প আনে মৃত্যুঞ্জয়।।
পদ্মবন হ'তে আনে শতদল পদ্ম।
পূজিতে শ্রীপাদ শ্রীনাথের পাদপদ্ম।।
দুটি শতদল দিল দুটি কর্ণ 'পরে।
এক কোকনদ পদ্ম দিল শিরোপরে।।
রাউৎখামারবাসী হীরামন নামে।
প্রভু-প্রিয়-ভক্ত বড় অপার মহিমে।।
কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিবারে যায়।
সেই সঙ্গে ধান্য ভূমি আবাদ ইচ্ছায়।।
চলেছেন এক গোটা বাঁশ কাঁধে করি।
কৃষাণের সঙ্গে রঙ্গে যায় সারি সারি।।
পাঁচ-সাতজন কিম্বা দশ-বারোজন।
দলে দলে সারি সারি চলে সর্ব্বজন।।
একদলে সাতজন চলে একতরে।
হীরামন সেই সঙ্গে চলে গাঁতা ধরে।।
মৃত্যুঞ্জয় ফুল সাজে সাজায় ঠাকুরে।
উত্তম আসন পাতি' উত্তরের ঘরে।।
বাটীর দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে।
চ'লে যায় হীরামন পরম কৌতুকে।।
এমন সময় হীরামন ফিরে চায়।
ঠাকুরের ওই সজ্জা দেখিবারে পায়।।